যায়যায়দিন

তারিখ 02 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৪৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। ছাত্র রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

সমাবর্তনে দেয়া ভাষণের একটি অংশে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলোর বিপরীতে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই সময়। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জন্য দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা।

প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের একটি যৌক্তিক দিক অবশ্যই রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ছাত্র রাজনীতি চলছে তাকে কোনোভাবেই আমাদের অতীত ঐতিহ্যময় ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং সর্বশেষ ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র রাজনীতির অবদান অবিস্মরণীয় ও অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান ছাত্র রাজনীতি বহুলাংশে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশ্য লেজুড়বৃত্তিতে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থ হাসিলে ধর্মঘট ডেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল করে দেয়া, চাদাবাজি ও টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন অন্যায় কাজ করা, বিসিএসসহ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য লবি করা, সরকারি চাকরিতে লবিইংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া ইত্যাদি কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে ছাত্র রাজনীতির একটি বড় অংশ।

একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র রাজনীতির এ ক্ষতিকর দিকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোনো বিকল্প নেই। শুধু ছাত্র রাজনীতি নয়, শিক্ষক রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলো প্রতিহত করতেও আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক রাজনীতি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি শুধু ইউনিভার্সিটি ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হতে পারে না ছাত্র রাজনীতি। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় গরিব ছেলেমেয়েরা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছে সেখানে ধর্মঘট ডেকে ছাত্রদের সেশন জটের অন্ধকারে ফেলে দেয়ার অধিকার কোনো ছাত্র সংগঠনের থাকতে পারে না। াইন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকা বন্ধ করতে হবে।

ত্রাস-দুর্নীতি বন্ধ করে দেশে একটি সুশাসন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা রতে হলে শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। জাতিকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত করে ড়ে তুলতে পারলে সবকিছুর মধ্যেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। শিক্ষার রিবেশ উন্নত করা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা সরবরাহ করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু রা দরকার। এ জন্য ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলো শোধরানোর কে মনোযোগ দিতে হবে সবার আগে।